৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 17 MAR 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ৫ .....

সাংবাদিক সম্মেলনে মহাপরিচালক

আগামীতে বাংলা একাডেমীর পক্ষে বইমেলা অব্যাহত রাখা অসম্ভব

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন গত শনিবার একুশে বইমেলা সংক্রান্ত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, বর্তমানে বাংলা একাডেমীতে এ ধরনের বিশাল মেলা আয়োজন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বই মেলার কারণে বাংলা একাডেমীর সামগ্রিক কার্যক্রমেও প্রচন্ড অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে এই চত্বরে আগামীতে বই মেলা অব্যাহত রাখা বাংলা একাডেমীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছে। একাডেমীর স্বাভাবিক অস্তিত্বের স্বার্থে বইমেলা ভিন্ন কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ব্যাপারে দেশের সচেতন নাগরিকদের সুচিন্তিত মতামত আহবান করে বলেন, প্রতিবছর কেবল মেলা আয়োজন বা বইয়ের ফড়িয়াগিরি করা বাংলা একাডেমীর মতো গবেষণামূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়। তাছাড়া বাংলা একাডেমীর অধ্যাদেশের কোথাও বইমেলার উল্লেখ নেই। সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন বাংলা একাডেমীর লক্ষ্য হতে পারে না। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমী বর্তমানে এক সন্ধিক্ষণের সময় অতিক্রম করছে। একাডেমীর সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের কাছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে। তিনি আগামী বছর থেকে মহান একুশের ভাবগাম্ভীর্য অক্ষুণ্ন রাখতে বাংলা একাডেমীর 'বারোয়ারী মেলা' বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কেবলমাত্র পরিচ্ছন্ন একটি সুন্দর বইমেলা আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আরো বলেন, গত তিন বছর ধরে বাংলা একাডেমী একুশে বই মেলার পাশাপাশি জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের উদ্যোগে 'ঢাকা বই মেলা' অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে আমাদেরও ভেবে দেখতে হবে বাংলা একাডেমীর বই মেলার কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন আবশ্যক কি-না। সাংবাদিক সম্মেলনে তার সাথে একাডেমীর সদস্য সচিব মঈনুল হাসান, মেলা কমিটির সম্পাদক মাহফুজুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে আজ সোমবার বিকেল ৪টায় একাডেমীর বটমূলে একুশে গ্রন্থমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে শওকত ওসমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে কলিকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক পবিত্র সরকার উপস্থিত থাকবেন।